২৩) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব কী ছিল?

উঃ- 1761 সালের পানিপথের যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা, এই যুদ্ধের ফলাফল মারাঠাদের ভাগ্যাকাশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, এই যুদ্ধের পতনের ফলে মারাঠাদের অখণ্ডভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াসে বাধা আসে, এই যুদ্ধে মারাঠাদের পতনের ফলে তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন অধরা থেকে যায়, মারাঠারা দেশীয়দের তাদের স্বপক্ষে পরিচালিত করতে পারেনি, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে অন্ততপক্ষে একজন আহত বা নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা ছিল ভারতের প্রধান নিয়ামক শক্তি, কিন্তু এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারতের ইংরেজরা দ্রুত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়, ইংরেজদের আক্রমণে এমন কোনো শক্তি ছিলনা যারা ইংরেজদের মোকাবিলায় সক্ষম হয়, ইংরেজ ভারতে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পক্ষে আরও চরম প্রয়াসী হয়, এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে 1765 সালে ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানীতে আসীন হয়ে, পরে সমগ্র ভারতব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করে।

আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের সাথে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আবদালি জয়যুক্ত হয়, পশ্চিম ভারতে আবদালির আধিপত্য বিস্তার হয়, এছাড়াও দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত ও উত্তর ভারতে ইংরেজরা তাদের আধিপত্য কায়েম করতে অপেক্ষা হয়, কিন্তু তবুও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, পরবর্তীকালে তারা দুর্বলতা ঘুচিয়ে শক্তি অর্জন করে পেশোয়া মহারাষ্ট্র-কে ঐক্যবদ্ধ করে এবং পতাকা তলে নিয়ে আসে, ফলে তাদের অখণ্ডভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন নিশ্চিতরূপে বিলীন হয়ে যায়, আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পরবর্তীতে মারাঠারা গুরুত্ব অর্জন করে।

Shot on vivo Z1x
Vivo AI camera
Scanned with CamScanner